# দ্য গার্ল হু লেপ্ট থ্রু টাইম

লেখক : ইয়াশুতাকা শুতশুই
ভাষান্তর : এ. এস. এম. রাহাত

দ্য গার্ল হু লেপ্ট থ্রু টাইম
ইয়াশুতাকা শুতশুই
ভাষান্তর: এ. এস. এম. রাহাত

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২৫

প্রচ্ছদ : আহমাদ বোরহান
অক্ষর বিন্যাস : রওনাকুর রহমান

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রকাশনী : প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স
ঠিকানা : ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা
বইমেলা পরিবেশক : বইমই

ফোন : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬
অনলাইন পরিবেশক : **rokomari.com**
মুদ্রণ : মক্কা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ISBN: 978-984-99424-8-1

মূল্য : ২০০/-

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## অনুবাদকের কথা

বেশ কয়েকটি কাজ হাতে জমে থাকলেও এই বইমেলায় কোনো বই না আনার মনোবাসনা ছিল। নিজেকে প্রচণ্ড ব্যস্ত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বছরব্যাপী কোনো কাজই করা হয়নি। প্রকাশকদের একপ্রকার ফিরিয়ে দিয়েছি বারবার। কিন্তু বছরের একেবারে শেষভাগে এসে এই বইটির অফার ফিরিয়ে দেওয়ার মতো ছিল না। কেননা, বইটির ক্যাটাগরি থ্রিলার। থ্রিলার আমার পছন্দের জনরা। তা ছাড়া গল্পের বই অনুবাদ করতে গেলে আমার অনুবাদ তরতর করে এগিয়ে যায়। কাজ করেও প্রশান্তি অনুভূত হয়।

জনপ্রিয় লেখক ইয়াশুতাকা শুতশুইয়ের 'দ্য গার্ল হু লেপ্ট থ্রু টাইম' বইটির অনুবাদের কাজ শেষ করতে পারায় বিশেষ প্রশান্তি অনুভব করছি। সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।

এটাই আমার প্রথম জাপানি কোনো লেখকের বই অনুবাদ। গল্পটা এতই দারুণ যে আমি নিজেও হারিয়ে গিয়েছিলাম কল্পলোকে। অতীত, বর্তমান এবং টাইম ট্রাভেলের খুব সুন্দর প্লট আপনাদেরও পুলকিত করবে।

আমার বিশ্বাস, একমাত্র পাঠক পড়লেই লেখক বা অনুবাদকের মূল সার্থকতা। পড়ুন, আলোচনা ও সমালোচনা করুন। অন্যদের জানিয়ে দিন বইটি কেমন।

ধন্যবাদ। হ্যাপি রিডিং।

এ. এস. এম. রাহাত
দাগনভূঁইয়া, ফেনী।
১৭ ডিসেম্বর ২৪
mahmudrahath@gmail.com

# সায়েন্স ল্যাবের ছায়ামূর্তি

বিদ্যালয়ের ভবন ছেড়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী চলে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে। চারদিক নিস্তব্ধতায় ভরে আছে, অডিটরিয়ামের দিকটা ছাড়া। কেউ একজন সুরেলা ধ্বনিতে পিয়ানো বাজাচ্ছে, সুনসান নীরবতায় সেটাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কাজুকো ইয়োসিয়ামা (মেয়ে) জুনিয়র হাইস্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্রী। সে তার দুই বন্ধু কাজুও ফুকামচি (ছেলে) এবং গোরো আসাকুরার (ছেলে) সাথে সায়েন্স ল্যাবটা পরিষ্কারের কাজ করছিল।

'ময়লাগুলো সব সরানো হয়েছে।' কাজুকো বলল, 'তোমরা দুজন চাইলে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে পারো।'

ফুকামচি লম্বা, হ্যাংলা-পাতলা হলেও গোরো শারীরিক গঠনে ছোটখাটো। এই দুই বন্ধুর বৈপরীত্য সর্বক্ষেত্রে উপলব্ধ হয়। ওদের চিন্তাচেতনায়ও রয়েছে বিস্তর ফারাক। দুজনের সম্পর্কে এসব ভাবতে ভাবতে হাসতে থাকল কাজুকো।

গোরো অনেক বেশি পরিশ্রমী আর ইমোশনাল। বিপরীতে ফুকামচি সারা দিন অদ্ভুত সব স্বপ্ন আর চিন্তাভাবনা নিয়ে তার নিজের জগতে পড়ে থাকতে ভালোবাসে। যত কিছুই হোক, তার এই দুই বন্ধু বাস্তবে যথেষ্ট চালাক-চতুর। এদের হারিয়ে দেওয়া মুশকিলই বটে।

বেসিনে হাত ধুতে ধুতে কাজুকোর কথা তুলল গোরো।

গোরো বলল, 'কাজুকো মেয়ে হিসেবে চমৎকার। শুধু

আমাদের ওপর খবরদারির স্বভাবটা চেঞ্জ করলে কত না ভালো হতো। তাই না?'

গোরো প্রশ্নটা ছুড়ে ফুকামচির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এটা ওর একটা মুদ্রাদোষ। ও কোনো কথা শেষ হওয়ামাত্রই ওই কথার প্রতি-উত্তরের অপেক্ষায় থাকে।

ফুকামচি চিন্তার সাগরে ডুবে ছিল। বন্ধুর এমন উদ্ভট প্রশ্নে সে কিছুটা থমকে গেছে।

এরপর আস্তে জানতে চাইল, 'তোমার এমনটা মনে হওয়ার কারণ কী, গোরো?'

গোরো এই উত্তরে তেড়ে আসার ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার একবারের জন্যও মনে হয়নি মেয়েটা বড়দের মতো আমাদের ওপর খবরদারি করছে? আমরা কি বাচ্চা? দেখোনি কীভাবে হুকুম দিচ্ছিল–"তোমরা দুজন চাইলে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে পারো।" যেন তার কথামতো সব চলে!'

ফুকামচি কথা বাড়াতে চাইল না। সে ভিন্ন একটা চিন্তায় ডুব দিচ্ছিল মাত্র, 'আমার এমন কিছুই মনে হয়নি, গোরো।'

কাজুকো ময়লাগুলো ল্যাব রুম থেকে নিয়ে বাইরে ফেলে এল। সে যখন ল্যাবে ঢুকতে যাবে, তার মনে হচ্ছিল ভেতরে কেউ একজন আছে। কেননা, ভেতর থেকে শব্দ আসছিল। কে হতে পারে? ভয়কে জয় করে অন্ধকারে সে ভেতরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

দরজায় হাত দিয়ে জোরে প্রশ্ন করল, 'কে ওখানে?'

কাজুকো জানত গোরো কিংবা ফুকামচি হাতমুখ ধুতে ওয়াশরুমে গেছে। এত স্বল্প সময়ে ওদের এখানে আসা সম্ভব নয়। তাহলে কে ওখানে? ওদের ল্যাবের শিক্ষক ফুকোসিমা স্যার নয়তো?

তাদের ছোট্ট ল্যাব রুমটা বিভিন্ন জার, কেমিক্যাল, বায়োলজির বিভিন্ন জিনিসপত্রে ভর্তি। স্কুলের অন্য মেয়েরা ল্যাব রুমটা এড়িয়ে চলে। ওদের নাকি ওটার পাশ দিয়ে গেলেও ভয় করে। কাজুকো সেই রকম কোনো মেয়ে নয়। ওর কাছে ওদের চিন্তাভাবনাকে সেকেলের মনে হয়।

সে আগের চিন্তায় ফিরে এল। ল্যাবের ভেতরে কারও আগমন